বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২৩

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

www.dpdt.gov.bd

শিল্প মন্ত্রণালয়

মহাকালের মহানায়ক

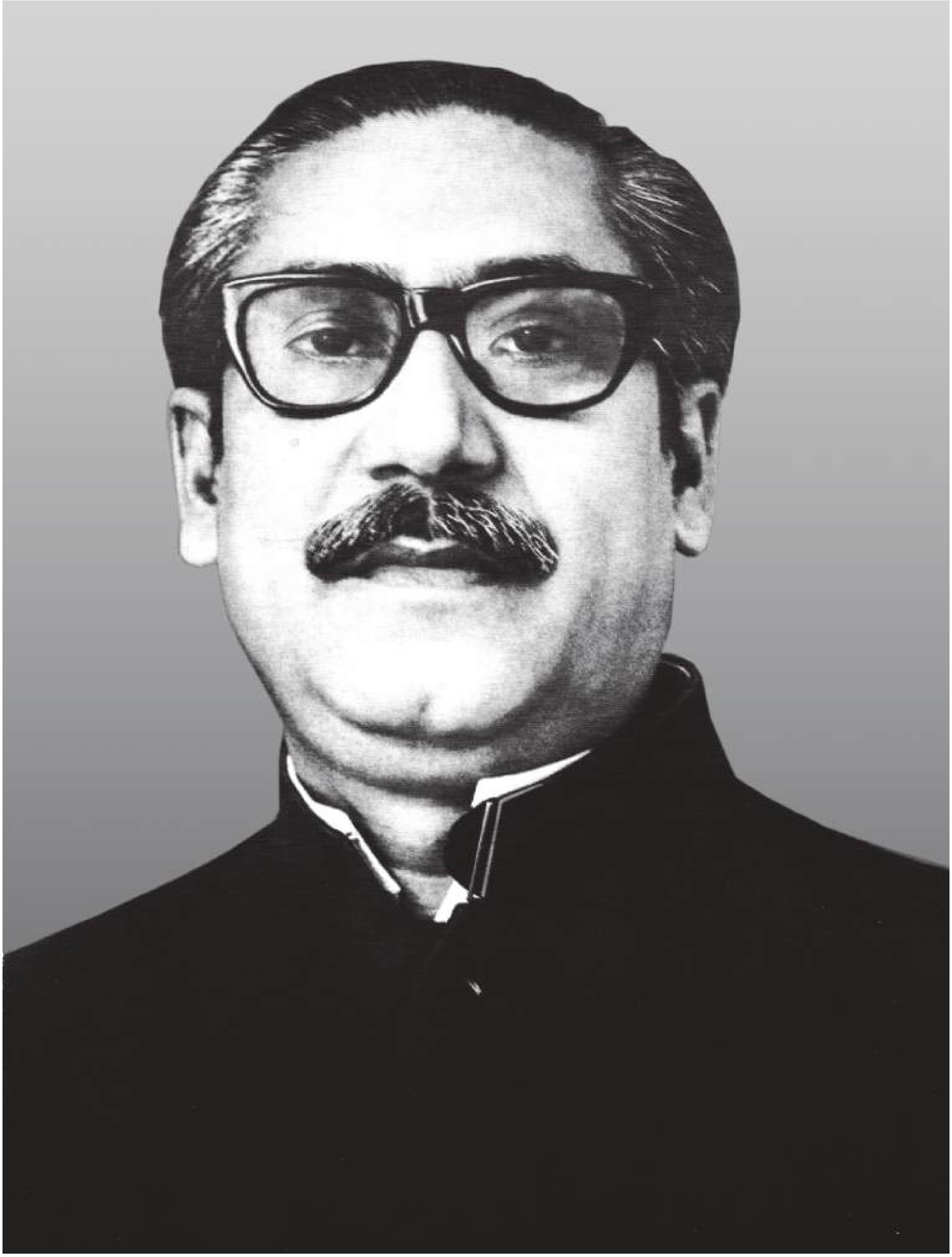

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১০০০

স্বত্ব
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ

মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের (ডিপিডিটি) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সৃজনশীল প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইলো।

উদ্ভাবন, এবং মেধাসম্পদ অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন হচ্ছে একটি কার্যকর হাতিয়ার, যার মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত হয়। একই সাথে এটি সৃজনশীল সক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তিদের নতুন উদ্ভাবনী কাজে উদ্বুদ্ধ এবং আকৃষ্ট করে। এটি সুস্থ প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করে এবং দেশকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে মেধাসম্পদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক সম্পদকে টেকসই প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক উৎস বলে বিবেচনা করা হয়।

একুশ শতকে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ৬ জানুয়ারি ২০০৯ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয়বারের মতো শপথ নেন। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণই ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রধান বিষয়। ক্ষমতায় এসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি উন্নত দেশ, সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, নতুন জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়েই সেই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব এবং বর্তমান সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভৌগোলিক পণ্য হিসেবে মোট ১৭ (সতের)টি পণ্যের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে, যা দেশে ও বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে। আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে অন-লাইন সেবা চালু করেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেরই ফলশ্রুতি। এ অন-লাইন সেবার মাধ্যমে জনগণের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে মেধা সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি, ডিপিডিটি'র অর্জিত সাফল্য, কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ অন-লাইন আবেদনের কার্যক্রম সম্পর্কিত অন্যান্য হালনাগাদ তথ্যাদি এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস এর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ডিপিডিটি'র সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা পাবেন। এই উদ্যোগ ডিপিডিটি সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ডিপিডিটি'র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন এর বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মেধাসম্পদ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তাই ব্যক্তির বুদ্ধিকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীলতাই এ সম্পদের উৎস। পৃথিবীর সকল উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সৃজনশীল কর্মকাণ্ডই মেধাসম্পদের অংশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশের এ সময়ে একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির সবচেয়ে মূল্যবান হাতিয়ার হিসেবে মানুষের মৌলিক মেধাসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি মেধাসম্পদ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন খাতে মেধাসম্পদের সংরক্ষণ, পুনরুৎপাদন, বিক্রি, বাজারজাত সঠিকভাবে করতে পারলে বিশ্ববাজারে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় হবে এবং বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের একটি নতুন পরিচয় তৈরি হবে। তাছাড়া মেধাসম্পদের অধিকার ও তা সুরক্ষার ব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আসা ত্বরান্বিত হবে। তাই মেধাসম্পদকে যথাযথভাবে সুরক্ষা প্রদান জরুরি যাতে করে মেধাসম্পদ তৈরি ও বিকাশের প্রকৃত পরিবেশ থাকে।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিগত ১৪ বছরে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। মেধাসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেটেন্ট, শিল্প-নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন সংসদে পাশ হয়েছে। আইন ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে মেধাসম্পদের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য বর্তমান সরকার সোচ্চার।

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) দেশের মেধাসম্পদ সুরক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিপিডিটি'র প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য দেশব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন মেধাসম্পদ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকগণকে মেধাসম্পদ বিষয়ে উৎসাহিত করবে করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ডিপিডিটি'র প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের বহুল প্রচার কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(কামাল আহমেদ মজুমদার, এম.পি.)

সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

সভ্যতার অন্যতম চালিকাশক্তি মেধাসম্পদ। বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় উত্তরণের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে মানুষের সৃজনশীলতা। বর্তমান প্রজন্ম সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও তার মানোন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অগ্রযাত্রার এ পথকে আরও মসৃণ ও ত্বরান্বিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবকগণ যাতে উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ রেজিস্ট্রারভুক্ত ও এর অধিকার সংরক্ষণ করতে পারেন সে বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় ও ডিপিডিটি যথাযথ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রেডমার্ক আইন-২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন-২০১৫ ট্রেডমার্ক বিধিমালা-২০১৫, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৫, বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন-২০২৩ ও বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন-২০২৩ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে।

মেধাসম্পদ সুরক্ষার প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর এবং ডিপিডিটি'র সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার নিমিত্ত World Intellectual Property Organization (WIPO) এবং ডিপিডিটি'র মধ্যে একটি 'Cooperation Agreement' প্রণয়ন এর কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে ডিপিডিটি মেধাসম্পদ সুরক্ষা প্রক্রিয়া সহজীকরণের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব আয়ে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারবে। সর্বোপরি বর্তমান সরকার ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ মেধাসম্পদ প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করি।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রণয়নের কাজে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জাকিয়া সুলতানা

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়

বাণী

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা যেমন আবশ্যক, তার সুরক্ষাও তেমন জরুরী। উন্নত বিশ্ব তাদের মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমাদের দেশে রয়েছে অসংখ্য উদ্ভাবক, বিজ্ঞানী, সৃষ্টিশীল, গুনী ও মেধাবী ব্যক্তি। তাদের উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের প্রিয় দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

কোন নতুন আবিষ্কৃত পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি যা শিল্পে প্রয়োগযোগ্য অথবা যা কোন কারিগরি সমস্যার সমাধান দিতে পারে সেসব নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারককে পেটেন্ট স্বত্ব প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে তিনি পণ্যটির একচেটিয়া উৎপাদন, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করার সুযোগ লাভ করে থাকেন। কোন উৎপাদিত দ্রব্যের/পণ্যের আকার, আকৃতি, উপরিতল ইত্যাদির সৌন্দর্য ও অলংকরণ সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের নিবন্ধন দেয়া হয়। কোন উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য বা সেবাকে (যথাঃ প্রতীক, চিহ্ন, উদ্ভাবিত শব্দ, নাম বা শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার, প্রতিকৃতি ইত্যাদি) ট্রেডমার্ক বা সার্ভিস মার্ক হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়। এছাড়া ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন দেয়া হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) ১৩৪ টি পেটেন্ট, ১০৭৮ টি ডিজাইন, ৪৬৮৮ টি ট্রেডমার্ক ও ৫টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের আবেদন মঞ্জুর করেছে যার মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয়েছে ২৯,৯৭,৯০,০০০ (ঊনত্রিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা যা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

দেশের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকরা যেন তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রারভূক্তকরণ ও অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে এ বিষয়ে সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন-২০২৩ ইতোমধ্যে সংসদে পাস হয়েছে। ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ সংশোধন করে ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫ করা হয়েছে; ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ ও বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি), World Intellectual Propoerty Organization (WIPO)-এর সহযোগিতায় মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বিদ্যমান সেবাসমূহ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন, বিশ্বমানের সেবা নিশ্চিতকল্পে ডিপিডিটি বদ্ধপরিকর।

পেটেন্ট, শিল্পনকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এর মাধ্যমে বিগত এক বছরে ডিপিডিটি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনসহ সকলে সম্যক ধারণা লাভ করবেন । এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ মুনিম হাসান)

সম্পাদনা পরিষদ

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

জনাব মোঃ মুনিম হাসান
মহাপরিচালক, (অতিরিক্ত সচিব), উপদেষ্টা

জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান
পরিচালক, (উপসচিব), আহবায়ক

মির্জা গোলাম সারোয়ার
উপপরিচালক (পেটেন্ট), সদস্য

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস), সদস্য

জনাব সাইদুজ্জামান
উপপরিচালক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন), সদস্য

জনাব কৌশিক উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সদস্য

জনাব মোঃ বেলাল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস), সদস্য

জনাব রাশেদুল হাছান জীবন
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট), সদস্য

জনাব ফয়েজ মাহবুব চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন), সদস্য সচিব

সূচিপত্র

একনজরে ২০২২-২৩ অর্থ বছর	১১
দপ্তর পরিচিতি	১২
সাংগঠনিক কাঠামো	১৪
উত্তম চর্চা	১৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য	১৫
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	১৬
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	১৬
জনবল	১৭
পেটেন্ট	২২
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন	২৬
ট্রেডমার্ক	২৯
ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য	৩২
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	৩৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	৩৪
বগুড়ার দই	৩৫
শেরপুরের তুলশীমালা ধান	৩৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী	৩৭
আর্থিক তথ্য	৩৮
ফটোগ্যালারি	৪১
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ	৫০

একনজরে ২০২২-২৩ অর্থ বছর

	আবেদন	নিষ্পত্তি	সনদ	নবায়ন
পেটেন্ট	৩৪৯	৯২	১৩৪	৪৫৩
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন	১০১৯	১১৫৯	১০৭৮	৪০৯
ট্রেডমার্কস	১৪,৪৮৩	২৫৭৫৩	৪৬৮৮	৬১০২

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০৫ (পাঁচ) টি পণ্যকে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম

বগুড়ার দই

শেরপুরের তুলশীমালা ধান

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম

২০২২-২৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের,
মোট রাজস্ব আয় ২৯,৯৭,৯০,০০০/=
মোট রাজস্ব ব্যয় ৯, ৯২,৯০,৬৭৫/=

Japan Patent Office (JPO) এর সাথে Department of Patents, Industrial Design and Trademarks এর MOC স্বাক্ষর

Korea Invention Promotion Association (KIPA) এর সাথে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুরের শতরঞ্জি"র লোগো তৈরি

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর অনলাইন সেবার মাধ্যমে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের যাবতীয় ফি/চার্জ আদায় সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে (MoU) স্বাক্ষর

০৭ (সাত) টি পেটেন্ট গেজেট এবং ১০ (দশ) টি ট্রেডমার্কস জার্নাল প্রকাশ

দপ্তর পরিচিতি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ক একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এ অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মেধাসম্পদ সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। ডিপিডিটি মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান ধারাকে ত্বরান্বিত করে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণে বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে একক দায়িত্ব পালনকারি জাতিসংঘের মেধাসম্পদ বিষয়ক সংস্থা World Intellectual Property Organization (WIPO) এর সহযোগিতায় কাজ করছে। সুষ্ঠু, শক্তিশালী ও কার্যকর মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নত দেশ হিসেবে আর্বিভূত হতে মেধাসম্পদ এর গুরুত্ব অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে ডিপিডিটি মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন, সর্বোপরি মেধাসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পূর্বতন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি এবং পেটেন্ট অফিস দুটিকে একীভূত করে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার বিগত ২০/০২/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে এক আদেশ বলে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর গঠন করতঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিগত ১৩/১০/২০০২ খ্রিঃ তারিখে সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের জন্য ১১২ (একশত বার) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন দেয়া হয়। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ১৯১১ এর ধারা-৫৫ ও ট্রেডমার্ক আইন, ১৯৪০ এর ধারা-৪ সংশোধন করে ২০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরটির যাত্রা শুরু হয়। সর্বশেষ গত ১১.০৭.২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের ৩(১) বিধি অনুযায়ী বিদ্যমান Department of Patents, Designs and Trademarks -পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর নামে কার্যক্রম চলমান হয়েছে।

ভিশন

মেধাসম্পদ সুরক্ষায় বিশ্বমানের সেবা।

মিশন

মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতায় (Innovation) গতি আনয়নসহ কার্যকর ও যুগোপযোগী সেবা নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্য

১. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধনপূর্ব কার্য নিষ্পত্তি
২. মেধাসম্পদ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন/নিবন্ধন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা
৩. মেধাসম্পদ বিষয়ে দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন
৫. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে অধিদপ্তরে ০৭টি ইউনিটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১. শিল্প-নকশা ইউনিট
২. ট্রেডমার্কস ইউনিট
৩. পেটেন্ট ইউনিট
৪. ভৌগোলিক নির্দেশক ইউনিট
৫. প্রশাসন ও অর্থ ইউনিট ইউনিট
৬. ডব্লিউটিও ও আন্তর্জাতিক ইউনিট
৭. আইটি ইউনিট

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহিত কার্যক্রম

দেশে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতি মোকাবেলায় সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা অংশ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। দর্শনার্থী প্রবেশে নিরুৎসাহিত করে আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরে প্রবেশের গেটে ম্যানুয়ালি তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়েছে এবং হ্যান্ড সেনিটাইজেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ অধিদপ্তরের প্রতিটি কক্ষ এবং ফ্লোর নিয়মিত জীবানুনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে। অধিদপ্তরের প্রবেশ পথে তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র রাখা হয়েছিল।

সাংগঠনিক কাঠামো

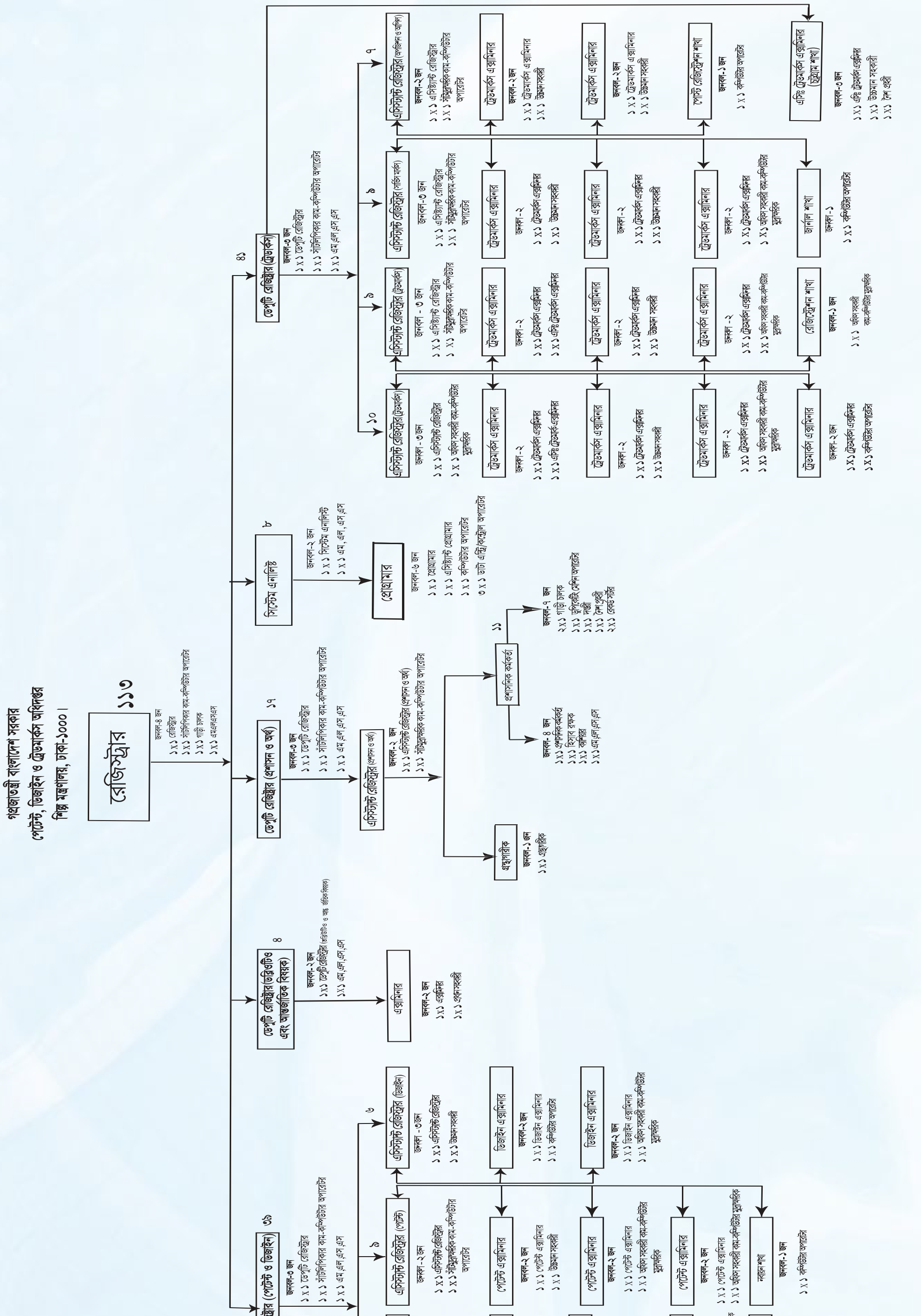
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০।
রেজিস্ট্রার

উত্তম চর্চা

(ক) জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ:

i. **বিধি-বিধান সম্পর্কিত:** সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের চাকরির শুরুতে আইন, বিধি-বিধান, নিয়ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয় ও উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ii. **আইসিটি সম্পর্কিত:** কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আইসিটি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

iii. **ই-গভর্নেন্স সম্পর্কিত:** ইন্টারনেট ওয়েবব্রাউজিং, file sharing, LAN-এর ব্যবহার মাইক্রোসফট আউটলুকসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তারা power point এর মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ারের ব্যবস্থা চালু আছে ।

iv. **সোস্যাল মিডিয়া সেবা:** Face book এর মাধ্যমে স্টেক হোল্ডারদের IP বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।

(খ) কর্মসম্পাদন:

i. **অনিষ্পন্ন বিষয়ক সভা:** অনিষ্পন্ন বিষয়াদি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

ii. **আইসিটি এর ব্যাপক ব্যবহার:** দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে ও শাখায় একটি করে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এক শাখা থেকে অন্য শাখায় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সকল পিসিকে LAN এর আওতায় আনার মধ্য দিয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে।

iii. Help desk-এর ব্যবহার : এ অধিদপ্তরে আগত দর্শনার্থীদেরকে Help desk হতে দ্রুত প্রয়োজনীয় সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা হয় ।

iv. **Online filing system-এর ব্যবহার:** এখন আবেদন অন লাইনে জমা নেওয়া হচ্ছে । অন লাইনে দাখিলকৃত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। Online filing system চালু থাকার ফলে যে কোন ব্যক্তি online এর মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুতভাবে দাখিল করতে পারে।

(গ) তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অফিস অটোমেশন: অত্র অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম IPAS অটোমেশনের মাধ্যমে দ্রুতভাবে সম্পাদন করা হয়।

(ঘ) সংস্থার কর্মচারীদের নিয়োগপূর্ব পুলিশ ভেরিফিকেশনের ভিত্তিতে তাদের আবেদন সাপেক্ষে নিজ নিজ পাসপোর্টের জন্য অনাপত্তি পত্র জারীকরণপূর্বক সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

(ঙ) ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ: নথি-পত্রাদি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল ফাইল নম্বর প্রণয়ন করা হয়েছে। এর ফলে নথিসমূহ সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে।

(চ) পুরস্কার প্রদান: সংস্থায় কর্মরত সদস্যের মধ্যে যে সকল সদস্য ভাল কাজ করে তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। সৃজনশীল চিন্তাপ্রসূত কর্মকাণ্ড সম্পাদনে উৎসাহ দেয়া হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

সাল	উদ্ভাবনী ধারণা	প্রয়োগ কৌশল	উদ্ভাবনের ফলে সাধিত পরিবর্তন
১	২	৩	৪
২০২২-২০২৩	আবেদনকৃত পেটেন্ট ও মঞ্জুরকৃত পেটেন্টসমূহের অনলাইনের প্রকাশনা	আবেদনকৃত পেটেন্ট ও মঞ্জুরকৃত পেটেন্টসমূহ IPAS সফটওয়্যারে অটোজেনারেট হয়ে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়নে "পেটেন্ট পাবলিকেশন" মেন্যু-তে সরাসরি প্রকাশিত হচ্ছে।	১। পেটেন্ট প্রকাশনা সহজতর হয়েছে। ২। পেটেন্টের সকল প্রকাশনায় স্বচ্ছতা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ৩। সেবাগ্রহীতাগণের সময়, যাতায়ত, খরচ হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে স্বল্প সময়ে সেবাগ্রহীতাগণ নিরবচ্ছিন্ন সেবা পাচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতি

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ক্রাইটেরিয়া মান অসাধারণ ১০০%)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন ও শতকরা হার	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মেধাসম্পদের প্রাথমিক কার্য নিষ্পত্তি	মেধাসম্পদের প্রাথমিক কার্য নিষ্পত্তি	মেধাসম্পদের প্রাথমিক কার্য নিষ্পত্তিকৃত	নম্বর	২৫	২৫, (১০০%)	
মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সম্পাদনকৃত	নম্বর	২৫	২৫, (১০০%)	
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি সম্পাদন	নম্বর	২০	১৯.১, (৯৫.৫%)	
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম জোরদারকৃত	নম্বর	৩০	২৯.১৩, (৯৭.১%)	

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ
				প্রকৃত অর্জন ও শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	নম্বর	১০	১০

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ

১। ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নথিসমূহ যথাক্রমে ৮৩% এবং ৯৯% পরীক্ষা সম্পন্নকরণ

২। ০৭ (সাত) টি পেটেন্ট গেজেট এবং ১০ (দশ) টি ট্রেডমার্কস জার্নাল প্রকাশ

৩। মেধাসম্পদ বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা/সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে

৪। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত পেন্ডিং নথি নিষ্পত্তি

৫। ডিপিডিটি'র অনলাইন সেবা সমূহকে আরও গতিশীল, শক্তিশালী করার জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর A-Challan সম্পর্কিত পেমেন্ট গেটওয়ে অধিদপ্তরের অনলাইন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে 'সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর অনলাইন সেবার মাধ্যমে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের যাবতীয় ফি/চার্জ আদায় সম্পর্কিত" চুক্তিপত্রে (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে

৬। পেটেন্ট আইন, ২০২২ এর খসড়া ইংরেজি ভার্সন তৈরি করা হয়েছে

৭। পেটেন্ট আইন, ২০২৩ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে

৮। KIPA এর সাথে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুরের শতরঞ্জি"র লোগো তৈরি করা হয়েছে

৯। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা যা লক্ষ্য মাত্রার ৯৭.১৭%

১০। এই অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ০৫ টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এর জিআই সনদ প্রদান করা হয়েছে এতদ্ব্যতীত

০৯টি অনুমোদিত জিআই পণ্যের সনদ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

i) রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম

ii) বগুড়ার দই

iii) শেরপুরের তুলশীমালা ধান

iv) চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম

v) চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম

জনবল

দপ্তর/সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ			শূন্য পদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
		পুরুষ	নারী	মোট পূরণকৃত		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৩+৪=৫)	(২-৫=৬)	(৭)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	১১২	৫৫	১১	৬৬	৪৬	আইটি ইউনিটে এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার ০১ প্রোগ্রামার ০১ টি সর্বমোট ০২ টি পদ বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত আছে।

শূন্য পদের বিন্যাস

দপ্তর/সংস্থার নাম	অতিরিক্ত সচিব/সংস্থা প্রধানের পদ	যুগ্মসচিব/ পরিচালকের পদ	গ্রেড ১-৯	গ্রেড ১০-১৩	গ্রেড ১৪-১৮	গ্রেড ১৯-২০	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	-	-	১৪	০৪	১৮	১০	৪৬

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নিয়োগ

দপ্তর/সংস্থা	বছর	গ্রেড ভিত্তিক নিয়োগ								মোট		সর্বমোট
		২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	২০২২-২০২৩	০৫	০২	০	০	০	০	০	০	৫	২	৭

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পদোন্নতি

দপ্তর/সংস্থা	বছর	গ্রেড ভিত্তিক পদোন্নতি								মোট		সর্বমোট
		২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	২০২২-২০২৩	০	০	০১	০	০১	০১	০	০	০২	০১	০৩

অবসর গ্রহণ (২০২২-২০২৩ অর্থবছর)

দপ্তর/সংস্থা	বছর	অবসর গ্রহণ								মোট		সর্বমোট
		২-৯		১০-১৩		১৪-১৮		১৯-২০				
		পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	২০২২-২০২৩	০	০	০১	০	০	০	০৩	০	০৪	০	০৪

প্রশিক্ষণ (দেশে/বিদেশে)

দপ্তর/সংস্থা	গ্রেড	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি			দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি			বিদেশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		
		কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	১-৯	১৫	৩০৩					১৮	১৩	
	১০-১৩	২৩	১৪৮					০		
	১৪-২০	১৫	২৬৭					০		

২০২২-২৩ অর্থবছরে ভ্রমন, পরিদর্শন

দপ্তর/সংস্থা	পর্যায়	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ/ পরিদর্শণ	বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	বিদেশে এক্সপোজার ভিজিট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	দপ্তর/সংস্থা প্রধান				
	গ্রেড ২-৫		০৩		
	গ্রেড ৬-৯		০১		
মোট-			০৪		

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ক্রাইটেরিয়া মান অসাধারণ ১০০%)	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রকৃত অর্জন ও শতকরা হার	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
[২] মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	[২.১] মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত (পেটেন্ট)	%	৭৫	৭৭.১৬%	
		[২.১.২] নিষ্পত্তিকৃত (ডিজাইন)	%	৭০	৭৮.২৫%	
		[২.১.৩] নিষ্পত্তিকৃত (ট্রেডমার্কস)	%	৭০	৮৮.৯৩%	

নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বিভাগীয় মামলা

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২২-২০২৩) দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মোট মামলা সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২২-২০২৩) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				বছর শেষে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
				চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	০১	০৫	০৬	০	০৩	০২	০৫	০১

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকাশনা

মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ সংস্থার নাম	প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার ধরণ (মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ষান্মাষিক/বার্ষিক)	প্রচারের ধরণ বই আকারে/ ওয়েব সাইটে প্রকাশ	মন্তব্য
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩	বার্ষিক	বই আকারে	বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস, ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে স্যুভেনীর প্রকাশ করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক পুরস্কার/অ্যাওয়ার্ড প্রদান

বছর	পুরস্কারের নাম	পুরস্কারের ক্ষেত্র	পুরস্কার প্রদানের তারিখ	পুরস্কারের সংখ্যা	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম
২০২৩	শুদ্ধাচার পুরস্কার	শুদ্ধাচার	০৬.০৬.২০২৩	০৩	১) জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস) ২) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী পরীক্ষক (ট্রেডমার্কস) ৩) জনাব সমারেন সরকার, এম.এল.এস.এস

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন: (প্রযোজ্য নয়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ				অর্থ ছাড়	মোট ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি %
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

আর্থিক বিবরণী (২০২২-২০২৩ অর্থবছর): প্রযোজ্য নয়

সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	সর্বমোট স্থিতি
১	২	১-২= ৩

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ, ঋণ গ্রহণ এবং পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠানের নাম/ভর্তুকির খাত	সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকীর পরিমাণ	গৃহীত ব্যাংক ঋণের পরিমাণ	পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মোট:				

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
(১)	(২)

২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত যৌথ উদ্যোগে চালু প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য: প্রযোজ্য নয়

অর্থবছর	প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎপাদিত পণ্য	সরকারি বিনিয়োগের শতকরা হার	লাভ/লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

শিল্পপণ্য, ভোগ্যপণ্য, সার ইত্যাদির তথ্যসমূহ: প্রযোজ্য নয়

অর্থবছর	উৎপাদিত পণ্যের নাম	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	মোট বিক্রয়	মোট মজুদ	দেশজ উৎপাদন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস নথিসমূহ যথাক্রমে ৮৩% এবং ৯৯% পরীক্ষা সম্পন্নকরণ
- ০৭ (সাত) টি পেটেন্ট গেজেট এবং ১০ (দশ) টি ট্রেডমার্কস জার্নাল প্রকাশ
- মেধাসম্পদ বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা/সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে
- ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত পেন্ডিং নথি নিষ্পত্তি
- গত ২৬/০৪/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে THE JAPAN PATENT OFFICE (JPO) এর সাথে DEPARTMENT OF PATENTS, DESIGNS AND TRADEMARkS (DPDT) এর MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC) স্বাক্ষর করা হয়েছে
- ডিপিডিটি'র অনলাইন সেবা সমূহকে আরও গতিশীল, শক্তিশালী করার জন্য সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর A-Challan সম্পর্কিত পেমেন্ট গেটওয়ে অধিদপ্তরের অনলাইন সার্ভিসে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে 'সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর অনলাইন সেবার মাধ্যমে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের যাবতীয় ফি/চার্জ আদায় সম্পর্কিত" চুক্তিপত্রে (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে
- পেটেন্ট আইন, ২০২২ এর খসড়া ইংরেজি ভার্সন তৈরি করা হয়েছে
- পেটেন্ট আইন, ২০২৩ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে
- KIPA এর সাথে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "রংপুরের শতরঞ্জি"র লোগো তৈরি করা হয়েছে
- ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব আয় ২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা যা লক্ষ মাত্রার ৯৭.১৭%

- এই অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত ০৫ টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এর জিআই সনদ প্রদান করা হয়েছে এতদ্ব্যতীত ০৯টি অনুমোদিত জিআই পণ্যের সনদ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
  ক) রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম
  খ) বগুড়ার দই
  গ) শেরপুরের তুলশীমালা ধান
  ঘ) চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম
  ঙ) চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

- মেধাসম্পদ সুরক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল সেবাসমূহ e-Service-এ রূপান্তর।
- অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম Full Automation এর লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও নিয়োগবিধির সংশোধন।
- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মেধাসম্পদ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন এবং আইপি একাডেমি প্রতিষ্ঠা।

চ্যালেঞ্জ সমূহ

- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধাসম্পদ বিষয়ক সেবার মান যুগোপযোগীকরণ।
- আন্তর্জাতিক মানের Intellectual Property (IP) অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত সেবাসমূহ e-Service-এ রূপান্তর
- অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম Fully Automated করা।
- অনিষ্পন্ন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তিকরণ।

অধিকতর দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ

- দক্ষতা ও সফলতার সাথে কার্যক্রম সম্পাদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আর্থিক প্রণোদনাসহ পুরস্কার প্রদান করা।
- নির্দিষ্ট সময়ে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান নিশ্চিত করা।
- সকল কর্মচারীকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সকল ইউনিটে দায়িত্ব প্রদান করা।
- বিশ্বমানের সেবা প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন করা।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে মেধাসম্পদ বিষয়ক সেবার মান যুগোপযোগীকরণ।
- আন্তর্জাতিক মানের Intellectual Property (IP) অফিসে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রদত্ত সেবাসমূহ e-Service-এ রূপান্তর করা।
- অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম Fully Automated করা।
- অনিষ্পন্ন আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি করা।

পেটেন্ট

পেটেন্ট হচ্ছে সরকার কর্তৃক কোন উদ্ভাবককে তার নতুন কোন উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নিরঙ্কুশ বা একচ্ছত্র স্বত্বাধিকার (Exclusive Rights) প্রদান করা। প্রযুক্তির যে কোন ক্ষেত্রে (In any field of Technology) পেটেন্ট হচ্ছে কোনো কারিগরী সমস্যার নতুন কোন কারিগরী বা কৌশলী সমাধানজনিত উদ্ভাবন (Invention), যার শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability) রয়েছে। এরূপ উদ্ভাবন হতে পারে কোন নতুন যন্ত্র বা পণ্য (Product) বা উৎপাদনের নতুন কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া (Process) অথবা একটি জ্ঞাতপূর্ব পণ্য বা পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত বা বর্ধিত সংযোজনী।

পেটেন্টযোগ্য উদ্ভাবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রযুক্তির যে কোন ক্ষেত্রে (In any field of Technology) যে কোন পণ্য (Product) বা প্রক্রিয়ার (Process) উদ্ভাবনই (Invention) পেটেন্টযোগ্য হবে যদি ঐ উদ্ভাবনের নিম্নোক্ত বৈশিষ্টমসমূহ বিদ্যমান থাকেঃ

ক) নতুনত্ব (Novelty);
খ) উদ্ভাবনের ধাপ (Inventive Step);
গ) শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability);

ক) নতুনত্ব (Novelty)

কোন উদ্ভাবনে নতুনত্ব আছে বলে বিবেচিত হবে যদি দাবিকৃত উদ্ভাবনটি পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিলের পূর্বে বিশ্বের কোথাও বা কোন স্থানে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া বা অন্য কোনভাবে প্রকাশিত বা ব্যবহৃত না হয়ে থাকে।

খ) উদ্ভাবনের ধাপ (Inventive Step)

উদ্ভাবনের ধাপ বলতে সাধারনত বুঝায়, কোন উদ্ভাবনের বিষয় যাতে বিদ্যমান জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় কারিগরি অত্যাধুনিকতা/অগ্রশীলতা (Technological Advancement) এবং আর্থিক সুবিধা/তাৎপর্য (Financial Advantages) অথবা উভয়ই বিদ্যমান রয়েছে যা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তির নিকট আদৌ অজানা।

গ) শিল্পে প্রয়োগযোগ্যতা (Industrial Applicability)

নতুন কোন উদ্ভাবন শিল্পে প্রয়োগযোগ্য কিনা তা বিবেচিত হবে যদি উহা কোন শিল্পের জন্য প্রস্তুত হয় অথবা ব্যবহৃত হয়। ‘শিল্প’’ শব্দটি ইহার ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হবে, যেমন- মানুষকে যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা যে কোন পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে সক্ষম বিশেষত হস্তশিল্প, কৃষি, মৎস্য ও সেবা সংক্রান্ত সকল কিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার শর্তে পেটেন্ট মঞ্জুর করা হয়। অর্থাৎ উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়ার শর্তে উদ্ভাবনটি সুরক্ষা দেয়া হয়ে থাকে।

পেটেন্ট সুরক্ষা বহির্ভূত বিষয়াদি

নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পেটেন্ট সংরক্ষণের আওতা বহির্ভূত হবে-

ক) আবিষ্কার (Discoveries), বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গাণিতিক পদ্ধতি;
খ) ব্যবসায়-পদ্ধতি, সম্পূর্ণভাবে মানসিক কার্য সম্পাদনের বা খেলাধূলার নিয়মাবলী বা পদ্ধতি এবং এইরূপ কোনও কম্পিউটার প্রোগ্রাম;
গ) সার্জারি বা থেরাপির মাধ্যমে মানবদেহ বা প্রাণির (Animals) চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানবদেহ বা প্রাণির (Animals) রোগ নির্ণয় পদ্ধতি; তবে এই বিধান উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা পণ্যের (device or kit) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

ঘ) প্রাকৃতিক বস্তু, এমনকি যদি উহা শোধিত, কৃত্রিমভাবে রূপান্তরিত বা অন্য কোনভাবে প্রকৃতি হতে পৃথক করা হয়, তবে এই বিধান উক্ত প্রাকৃতিক বস্তুকে উহাদের স্বাভাবিক পরিবেশ হতে পৃথক করার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;

ঙ) পরিচিত বস্তু যার জন্য একটি নতুন ব্যবহার আবিষ্কার করা হয়েছে;

চ) মাইক্রো-অর্গানিজম ব্যতীত উদ্ভিদ ও প্রাণি, উহাদের অংশ এবং অজৈব ও মাইক্রো বায়োলোজিকাল প্রক্রিয়া ব্যতীত, উদ্ভিদ বা প্রাণির ও উহাদের অংশ উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় জৈবিক প্রক্রিয়া;

ছ) জনশৃংখলা ও নৈতিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যবহার রোধ করা প্রয়োজন এইরূপ উদ্ভাবনসমূহ; তবে উক্ত উদ্ভাবনের ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেবল এই কারণে উহা বর্জন করা যাবে না;

জ) কোন উদ্ভাবন যা অসার বা তুচ্ছ বস্তু অথবা এমন কোনও প্রক্রিয়া যা প্রতিষ্ঠিত এবং স্পষ্টত প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থি;

ঝ) সাধারণ সংমিশ্রনের মাধ্যমে পাওয়া কোন পদার্থ বা বস্তু যাতে শুধুমাত্র উপাদানসমূহের গুণাগুণের সমষ্টি বিদ্যমান থাকে অথবা এইরূপ পদার্থ বা বস্তু উৎপাদনের কোন প্রক্রিয়া;

ঞ) জানা একাধিক কোন উদ্ভাবনের সুবিন্যাস করা বা পুনরুৎপাদন করা যা সাজানোর পূর্বে উহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে কার্যরত থাকে;

ট) কৃষি বা উদ্যান পালন পদ্ধতি;

ঠ) সাহিত্য, নাট্যকলা, সংগীত অথবা শিল্পিজনোচিত কর্ম অথবা কোন সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট কর্ম যাহাই হউক না কেন অথবা চলচ্চিত্র কর্ম এবং টেলিভিশন নাটকাদি;

ড) কোন তথ্যের বর্ণনা;

ঢ) Topography of integrated circuits সংক্রান্ত বর্ণনা;

ণ) ঐতিহ্যগত জ্ঞান থেকে উদ্ভাবন অথবা ঐতিহ্যগতভাবে জানা কোন উপাদান বা উপাদানসমূহের জানা গুণাগুন এর সমন্বয়/সমষ্টি বা প্রতিরূপ;

ত) যে উদ্ভাবনের ব্যবহার জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

থ) জ্ঞাত কোনো বস্তু নূতন রূপে আবিষ্কার করা এবং যদি উক্ত বস্তু জ্ঞাত অভীষ্ট ফলদানে কোনো প্রকার উন্নতি করিতে সক্ষম না হয় অথবা জ্ঞাত কোনো বস্তুর কেবল নূতন গুণাগুণ অথবা নূতন ব্যবহার আবিষ্কার বা জ্ঞাত প্রক্রিয়া বা মেশিন বা যন্ত্রের কেবল নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করা যতক্ষণ না উক্তরূপ সকল জ্ঞাত প্রক্রিয়া কোনো নূতন উৎপাদন বা বিক্রিয়ায় অন্যূন একটি নূতন উপাদান তৈরি করে।

পেটেন্টের মেয়াদ

নতুন কোন উদ্ভাবনের জন্য স্বত্বাধিকারীকে ২০ বছর মেয়াদের জন্য একচেটিয়া বা নিরঙ্কুশ এই অধিকার মঞ্জুর বা প্রদান করা হয়। ২০ বছর পর জনসাধারণের যে কেউ উদ্ভাবিত ঐ প্রযুক্তি স্বত্বাধিকারীর বিনানুমতিতে ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার উদ্ভাবনটি কেন সুরক্ষা (Protection) নেয়া উচিত

নতুন কোন উদ্ভাবনের জন্য সরকার কর্তৃক উদ্ভাবককে পেটেন্টস্বত্ব মঞ্জুর করার ফলে স্বত্বাধিকারী তার পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিপণন করতে পারেন এবং অন্যকেও এরুপ করার অনুমতি প্রদান করতে পারেন। পেটেন্ট স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ পেটেন্টকৃত উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও বিপণন করতে পারবে না।

আন্তর্জাতিক পেটেন্ট

প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক পেটেন্ট বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব পেটেন্ট আইন রয়েছে, সেই আইন অনুযায়ী ঐ দেশের আবেদনসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। তবে, আন্তর্জাতিকভাবে PCT (Patent

Cooperation Treaty)’র মাধ্যমে সদস্যভূক্ত ১৫৩ টি দেশের জাতীয় বা আঞ্চলিক অফিসে একটি মাত্র আবেদন দাখিল করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত এক বা একাধিক (সর্বাধিক ১৫৩টি) দেশে পেটেন্ট দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশ পিসিটি’র সদস্য না হওয়ায় বাংলাদেশ এ সুবিধার বাইরে রয়েছে।

পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়টি কি আঞ্চলিক না বৈশ্বিক

যে দেশের ভূখন্ডে পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য দরখাস্ত দাখিল করা হয় কেবলমাত্র সেদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকে। অর্থাৎ পেটেন্ট সুরক্ষার বিষয়টি আঞ্চলিক। বাংলাদেশে কোন পেটেন্ট গৃহীত হলে কেবলমাত্র বাংলাদেশের সীমানার মধ্যেই উহা কার্যকর থাকবে। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে একাধিক দেশে পেটেন্টের সুরক্ষা পেতে হলে কাঙ্খিত প্রতিটি দেশেই পেটেন্ট সুরক্ষার জন্য নিয়মানুযায়ী পৃথকভাবে আবেদন দাখিল করতে হয়।

শিল্প বাণিজ্যে পেটেন্ট এর ভূমিকা

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা আইসিটি নির্ভর, যার fuel এর যোগান দিয়ে আসছে মেধাসম্পদ। আর এই মেধাসম্পদের মধ্যে আবার পেটেন্ট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যুগ যুগ ধরে গবেষক ও বিজ্ঞানিগণ যে সকল নতুন নতুন উদ্ভাবন করেছেন, তা শিল্প প্রয়োগের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন, শিল্পে উৎপাদন এবং উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে আজকের বৈশ্বিক উন্নতি, মানুষের সচ্ছলতা, টেকনোলজিক্যাল বিলাসপ্রিয় জীবন যাপন ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। সকল latest technology যা মানব সভ্যতার নিত্য ব্যবহার্য তার প্রায় সবই পেটেন্টস্বত্ব প্রাপ্ত।

২০২১-২২ অর্থ বছরের চূড়ান্ত নিস্পত্তির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	চূড়ান্ত নিস্পত্তি
১.	জুলাই, ২০২২	১৫
২.	অগস্ট, ২০২২	২১
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৪২
৪.	অক্টোবর, ২০২২	০০
৫.	নভেম্বর, ২০২২	০০
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	০০
৭.	জানুয়ারি, ২০২৩	০০
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	০০
৯.	মার্চ, ২০২৩	০০
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	০০
১১.	মে, ২০২৩	০০
১২.	জুন, ২০২৩	১৪
	মোট	৯২

২০২১-২২ অর্থ বছরের প্রদানযোগ্য সনদের নিষ্পত্তির (LP প্রদান) প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রদানযোগ্য সনদের নিষ্পত্তি (LP প্রদান)
১.	জুলাই, ২০২২	০০
২.	অগাস্ট, ২০২২	২৯
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	০৮
৪.	অক্টোবর, ২০২২	০৫
৫.	নভেম্বর, ২০২২	০৯
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	২০
৭.	জানুয়ারি, ২০২৩	১২
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	০৩
৯.	মার্চ, ২০২৩	০০
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	০২
১১.	মে, ২০২৩	০৭
১২.	জুন, ২০২৩	৩৯
	মোট	১৩৪

২০২১-২২ অর্থ বছরের সনদ নবায়নের প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সনদ নবায়ন
১.	জুলাই, ২০২২	২৫
২.	আগাস্ট, ২০২২	২৮
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	২২
৪.	অক্টোবর, ২০২২	২৬
৫.	নভেম্বর, ২০২২	২০
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	২৩
৭.	জানুয়ারি, ২০২৩	৫০
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৫০
৯.	মার্চ, ২০২৩	৪২
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	৫২
১১.	মে, ২০২৩	৬০
১২.	জুন, ২০২৩	৫৫
	মোট	৪৫৩

২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট ০৮(আট) টি পেটেন্ট গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পেটেন্ট মঞ্জুরের পর এবং বাকি ছয়টি পেটেন্ট আবেদনের ১৮ মাস পর পরীক্ষাপূর্ব প্রকাশনা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” অর্থ শিল্পোৎপাদিত কোনো পণ্যের বৈশিষ্ট্যজনিত আকৃতি, রেখা, রং ইত্যাদির অলংকরণের নান্দনিক দৃশ্যমানতা। শিল্প-নকশা শিল্পজাত পণ্যের বাহ্যিক নান্দনিক সৌন্দর্য সুরক্ষা করে উদ্ভাবকের একচেটিয়া অধিকার সংরক্ষণ করে।

এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন হতে পারে-

১. ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন
২. দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন
৩. উভয় বিশিষ্টের সমন্বিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

নিবন্ধন যোগ্য শিল্প-নকশা

শিল্পে উৎপাদনযোগ্য বা প্রয়োগযোগ্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন প্রযোজ্য হতে পারে। যেমনঃ

১. পণ্যের মোড়ক
২. লোগো (logo)
৩. গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেজ
৪. ক্যালিগ্রাফি
৫. কারিগরী ও চিকিৎসা সামগ্রী
৬. ঘড়ি অলংকার, খেলনা
৭. যানবাহন
৮. স্থাপত্য কাঠামো
৯. বস্ত্র ডিজাইন ইত্যাদি।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” ব্যবহার

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” ব্যবহার বলতে নিবন্ধিত কোনো শিল্প-নকশা অঙ্গীভূত করিয়া কোনো দ্রব্য প্রস্তুত, বিক্রয়ের প্রস্তাব, বাজারে সরবরাহ বা বিক্রয় করা অথবা উক্ত সকল উদ্দেশ্যে অনুরূপ দ্রব্য আমদানি করাকে বুঝায়।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” কেন প্রয়োজন?

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এমন একটি বিষয় যা পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে

১. পণ্যের বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি করে।
২. বিপণন যোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

একটি সুরক্ষিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এর মালিককে এমন একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে যাতে তৃতীয় কোন পক্ষ অবৈধভাবে নিবন্ধিত শিল্প নকশাকে নকল করতে না পারে বা অনুরূপ শিল্প নকশা ব্যবহার করতে না পারে। এ ধরনের অধিকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের স্বত্বাধিকারীকে–

১. বিনিয়োগ থেকে সন্তোষজনক লভ্যাংশের নিশ্চয়তা দেয়।
২. উন্নত প্রতিযোগীতা ও সৎ বাণিজ্য রীতি প্রবর্তন করে।
৩. সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে।
৪. অধিকতর দৃষ্টিনন্দন পণ্য প্রবর্তনের মাধ্যমে ভোক্তাকে লাভবান করে।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” সুরক্ষার মাধ্যমে কোন অধিকারগুলো প্রদান হয়?

নিবন্ধনের মাধ্যমে যখন একটি ডিজাইন সুরক্ষিত থাকে, তখন এর মালিক বা স্বত্বাধিকারী তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের নকল বা অনুরূপ ডিজাইন ব্যবহার প্রতিহত করার অধিকার লাভ করেন। এর মধ্যে রয়েছে অন্য সবাইকে ঐ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সংবলিত অথবা ঐ ডিজাইন প্রয়োগকৃত কোন পণ্য তৈরী, বিক্রির প্রস্তাব, আমদানি, রফতানি বা বিক্রি থেকে বিরত রাখার অধিকার। নিবন্ধিত ডিজাইন সুরক্ষার সত্যিকারের আওতা নির্ধারণ করে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের আইন ও রীতি।

“শিল্প-নকশা (Industrial Design)” সুরক্ষিত রাখার উপায়ঃ

একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের সুরক্ষা পাবার জন্য অবশ্যই দেশের আইনের অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে।

--সাধারণ নিয়ম হিসেবে, নিবন্ধিত হওয়ার ক্ষেত্রে, একটি ডিজাইনকে অবশ্যই এক বা একাধিক মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হবে, এটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের ওপর। এই আবশ্যকতাগুলো হচ্ছে--

--ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনকে অবশ্যই ‘নতুন’ হতে হবে। একটি ডিজাইনকে তখনই নতুন বলে বিবেচনা করা হবে যদি হুবুহু একই রকম কোনো ডিজাইনের অস্তিত্ব নিবন্ধন আবেদনের আগ পর্যন্ত না থাকে।

--ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনকে অবশ্যই ‘মৌলিক’ হতে হবে। একটি ডিজাইন তখনই মৌলিক বলে বিবেচিত হবে যখন ডিজাইনার নিজে থেকেই ডিজাইনটি তৈরি করবেন এবং এটা বিদ্যমান কোন ডিজাইনের নকল বা অনুরূপ কিছু হবে না।

--ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের অবশ্যই একটি ‘স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য’ থাকতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা পূরণ হবে যদি সচেতর জনসাধারনের কাছে কোন ডিজাইনের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া পূরবতী কোন ডিজাইনের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া থেকে আলাদা হয়।

--প্রথাগতভাবে, সংরক্ষণযোগ্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন উৎপাদিত কোনো পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, যেমন একটি জুতার আকৃতি, কানের দুলের কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অথবা একটি চায়ের কাপের অলংকরণ। ডিজিটাল যুগে, কোনো কোনো দেশে, সুরক্ষার মাত্রা ধীরে ধীরে অন্য ধরনের পন্য ও ডিজাইনের দিকে বিস্তৃত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার কোডের মাধ্যমে সৃষ্ট ইলেক্ট্রনিক আইকন, টাইপফেস, কম্পিউটার মনিটর ও মোবাইল ফোনসেটে প্রদর্শিত গ্রাফিক ইত্যাদি।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মোট দেশী বিদেশী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন আবেদনের তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	আবেদন
১.	জুলাই, ২০২২	১২২
২.	আগষ্ট, ২০২২	১১৫
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	১২০
৪.	অক্টোবর, ২০২২	৮৭
৫.	নভেম্বর, ২০২২	৬১
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	৫১
৭.	জানুয়ারি, ২০২৩	১৫৯
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৭২
৯.	মার্চ, ২০২৩	৮৩
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	৪৮
১১.	মে, ২০২৩	৩৬
১২.	জুন, ২০২৩	৬৫
মোট		১০১৯

নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের সনদ প্রদানের তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	চূড়ান্ত নিষ্পত্তি
১.	জুলাই, ২০২২	৬৯
২.	আগস্ট, ২০২২	৯৭
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৯২
৪.	অক্টোবর, ২০২২	৮৫
৫.	নভেম্বর, ২০২২	৬৬
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	৪২
৭.	জানুয়ারি, ২০২৩	১৫১
৮.	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৩১
৯.	মার্চ, ২০২৩	৮৯
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	৯৪
১১.	মে, ২০২৩	১২৭
১২.	জুন, ২০২৩	১৩৫
মোট		১০৭৮

নিবন্ধিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের নবায়ন সনদ প্রদানের তথ্য

ক্রমিক নং	মাসের নাম	সনদ নবায়ন
১.	জুলাই, ২০২২	১১
২.	আগস্ট, ২০২২	১৪
৩.	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৩৮
৪.	অক্টোবর, ২০২২	১৮
৫.	নভেম্বর, ২০২২	২৭
৬.	ডিসেম্বর, ২০২২	১৫
৭.	জানুয়ারী, ২০২৩	১৯
৮.	ফেব্রুয়ারী, ২০২৩	৪৮
৯.	মার্চ, ২০২৩	৫১
১০.	এপ্রিল, ২০২৩	৩৫
১১.	মে, ২০২৩	৬৬
১২.	জুন, ২০২৩	৬৭
মোট		৪০৯

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অধিকারের মেয়াদ

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন অধিকারের মেয়াদ সাধারণত সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২৫ বছর। এই মেয়াদ কখনো কখনো কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্য মালিককে নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়।

আমাদের দেশে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধনের পর সাধারণত ১০ বছরের জন্য ডিজাইন সুরক্ষিত থাকে, পরবর্তী সময়ে ৩ মেয়াদে ৫ বছর করে আরোও ১৫ বছর নবায়ণ করার সুযোগ থাকে।

ট্রেডমার্ক

উৎপাদনকারী পন্য বাজারজাত করার সময় অন্য উৎপাদনকারীদের অনুরূপ পন্য থেকে নিজ পন্যকে পৃথক করার জন্য স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন/প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। এসব প্রতীকই ট্রেডমার্ক (Trademark)। বর্ণ, বর্ণের সমষ্টি, শব্দ, স্লোগান, সংখ্যা, রং, জ্যামিতিক ফিগার, যে কোন বস্তু বা প্রানীর ছবি (Figurerative elements) বা এসবের সমন্বয় ট্রেডমার্ক হতে পারে। সেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ট্রেডমার্ককে সার্ভিস মার্ক (Service mark) বলা হয়।

ট্রেডমার্কের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন তার মালিককে মার্কটি ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। এ অধিকার লঙ্ঘন দণ্ডনীয় অপরাধ। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন একদিকে যেমন পন্যেন উৎপাদনকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে অপর দিকে তেমন বিভ্রান্তিকর প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় ক্রেতা সাধারণের স্বার্থও সংরক্ষণ করে। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন শর্ত সাপেক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পুন:পুন: নবায়ন করা যায়। অন্যান্য মেধাসম্পদ (Intellectual Property) থেকে ট্রেডমার্কের এটি একটি বড় পার্থক্য। তবে অন্যান্য মেধাসম্পদের মত ট্রেডমার্ক হস্তান্তর করা যায়, ব্যবহার করার জন্য অনুমতি দেয়া যায়।

ট্রেডমার্কের উদ্দেশ্য

ট্রেডমার্ক এর প্রধান কাজ হচ্ছে ভোক্তাকে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির পন্য শনাক্ত (সেটা পণ্য বা সেবা) করতে সহায়তা করা, যেন সে অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা হুবহু বা একই ধরনের পন্যগুলো থেকে সেটা আলাদা করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট পন্যের ওপর সন্তুষ্ট ভোক্তা ভবিষ্যতে আবারো ঐ পন্য কিনতে বা ব্যবহার করতে আগ্রহী থাকে। এ কারণে তাদের, হুবহু বা একই ধরনের পন্য থেকে সেগুলো সহজে আলাদা করার প্রয়োজন হয়। ট্রেডমার্ক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানিগুলোকে তাদের নিজেদের নাম ও পন্যগুলো আলাদা করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে এবং কোম্পানির ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং কৌশলের নিয়ামক ভূমিকা পালন করে, ভোক্তার চোখে কোম্পানির পণ্যের ভাবমূর্তি ও সুনাম সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের উপকারিতা

ট্রেডমার্ক নিবন্ধন কোম্পানিকে একই নামে বা বিভ্রান্তিকর ভাবে একই মার্কা হুবহু বা কাছাকাছি মানের পণ্য বিপণনে অন্যান্য কোম্পানিকে প্রতিহত করার একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করে। ট্রেডমার্ক কোম্পানির ভাবমূর্তি ও সুনাম সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন ও বিধি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি

বাংলাদেশে ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ ও ট্রেডমার্ক (সংশোধন) আইন, ২০১৫এবং ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫ অনুসরণ করা হয়।তাছাড়া, Paris Convention, TRIPS, WIPO Convention, NICE Agreement অনুসরণ করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের মোট দেশী বিদেশী ট্রেডমার্ক সার্টিফিকেট প্রদানের তথ্য

মাস	দেশী সনদ	বিদেশী সনদ	মোট সনদ প্রদান
জুলাই,২০২২	১০০	২১৭	৩১৭
আগষ্ট, ২০২২	১১৮	২৯১	৪০৯
সেপ্টেম্বর, ২০২২	৭৬	৩২৪	৪০০
অক্টোবর, ২০২২	৭১	২৪৬	৩১৭
নভেম্বর, ২০২২	৮১	৩৩৮	৪১৯
ডিসেম্বর, ২০২২	১৩৭	২৯৬	৪৩৩
জানুয়ারি, ২০২৩	৬১	২৯৯	৩৬০
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৪৭	৩৫৭	৪০৪
মার্চ, ২০২৩	৫৩	২৯৩	৩৪৬
এপ্রিল, ২০২৩	১২২	২৫৮	৩৮০
মে, ২০২৩	৭০	৩৭২	৪৪২
জুন, ২০২৩	৫৫	৪০৬	৪৬১
মোট	৯৯১	৩৬৯৭	৪৬৮৮

১৯৭১ সাল থেকে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ৭২৫৯৯ টি ট্রেডমার্ক সনদ প্রদান করা হয়েছে। একটি ট্রেডমার্ক সনদ প্রথমত ৭ (সাত) বছরের জন্য দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১০ (দশ) বছর অন্তর অন্তর আজীবন নবায়নের সুযোগ রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জার্নাল প্রকাশের বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো

ক্রমিক নং	সংখ্যা	জার্নাল নং
০১	৬৭৭	৩১১
০২	৮৬০	৩১২
০৩	৬৫৭	৩১৩
০৪	৪৭০	৩১৪
০৫	৬১৯	৩১৫
০৬	৭৪২	৩১৬
০৭	১০২৭	৩১৭
০৮	১১২৬	৩১৮

নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নবায়ন

যে কোন ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের মেয়াদ আবেদন দাখিলের তারিখ হতে ৭ (সাত) বছর। উক্ত মেয়াদ অথবা, ক্ষেত্রমত, সর্বশেষ নবায়নের মেয়াদ অতিক্রান্তের পূর্বে নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নিবন্ধনের মেয়াদ শেষের তারিখ হতে ১০ (দশ) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। নিবন্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, নিবন্ধক ট্রেডমার্কের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারীর বরাবরে মেয়াদ শেষের তারিখ, ফি প্রদানের শর্তাবলী ও নিবন্ধন লাভের শর্তাবলী উল্লেখ করে নোটিশ পাঠাবেন এবং এতদুদ্দেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা না হলে, নিবন্ধক উক্ত ট্রেডমার্ক নিবন্ধক বহি হতে (remove) কর্তন করতে পারবেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সম্পাদিত নবায়নের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	মাসের নাম	নবায়নের সংখ্যা
১	জুলাই, ২০২২	৪৭৫
২	আগস্ট, ২০২২	৪৯৩
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২২	৫১৭
৪	অক্টোবর, ২০২২	৫৮২
৫	নভেম্বর, ২০২২	৪৮২
৬	ডিসেম্বর, ২০২২	৬১৬
৭	জানুয়ারি, ২০২৩	৫১৪
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৫০২
৯	মার্চ, ২০২৩	৫০৩
১০	এপ্রিল, ২০২৩	৪০৮
১১	মে, ২০২৩	৫৪৩
১২	জুন, ২০২৩	৪৫৭
মোট		৬১০২

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব গুডস বা জি আই) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি নতুন বিষয় । আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩ ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) বিধিমালা-২০১৫ প্রণীত হয়। এরপর পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)-এ জি আই ইউনিট যাত্রা শুরু করে। শুরুতে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্য সম্পর্কিত বিষয়ে জেলায় জেলায় সেমিনার করে, জেলা প্রশাসক, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একটি সম্ভাব্য জি আই পণ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এরপর পণ্য উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উৎপাদনকারীগণের সমিতির মাধ্যমে আবেদন জমা হতে থাকে।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হওয়ার শর্ত

ক) পণ্যটি কৃষিজাত বা প্রকৃতিজাত অথবা প্রস্তুতকৃত পণ্য হতে হবে

খ) পণ্যটির বিশেষ গুণাগুন, সুনাম বা অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আবশ্যিকভাবে তার ভৌগোলিক উৎপত্তিস্থলের উপর নির্ভরশীল হবে।

গ) পণ্যটি যদি প্রস্তুতকৃত পণ্য হয়, তাহলে প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার যেকোন একটি ধাপ সেই নির্দিষ্ট ভূখন্ড, অঞ্চল বা এলাকায় সম্পন্ন হতে হবে।

কে আবেদন করতে পারবে

পণ্য উৎপাদনকারী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী আইনের অধীন গঠিত বা নিবন্ধিত সমিতি, সংগঠন, সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

অনুমোদিত ব্যবহারকারী

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদনকারী, আহরণকারী, প্রস্তুতকারী বা প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যক্তি অনুমোদিত ব্যবহারকারী হিসেবে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।

নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মেয়াদ

আইনের অধীন বাতিল বা অন্যভাবে বাতিল না হলে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধন বৈধ থাকবে।

এই অর্থবছরে অত্র অধিদপ্তর হতে নিম্নবর্ণিত ০৫ টি ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য এর জিআই সনদ প্রদান করা হয়েছে এতদ্ব্যতীত ০৯টি অনুমোদিত জিআই পণ্যের সনদ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

i রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম

ii বগুড়ার দই

iii শেরপুরের তুলশীমালা ধান

iv চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংরা আম

v চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম একটি নাবী জাতের আম। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়। এই ফলের আকার কিছুটা তির্যকভাবে ডিম্বাকৃতি ও চ্যাপ্টা। ফলটি গড়ে লম্বায় ১২.৮ সে.মি., পাশে ৮.৬ সে.মি. উচ্চতায় ৬.২ সে.মি. এবং গড়ে ওজন ৫৫২.০ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ এবং শাঁসের রং হলুদ থেকে হলুদাভ কমলা বর্ণের। তবে ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত আমগুলো হালকা হলুদ হতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। শাঁসের রং হলুদাভ ও রসাল, প্রায় আঁশবিহীন ও মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ১-৭-১৮%। ফলের খোসা মোটা ও আঁটি ছোট। আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.৪ সে.মি., পাশে ৪.৫ সে.মি., পুরুত্বে ১.৯ সে.মি. এবং গড় ওজনে ৪৩.৯ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৭.৮ ভাগ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম নাবী জাতের। স্বাদে তুলনামূলকভাবে কম সুস্বাদু হলেও নাবী এই জাতটির চাহিদা অনেক বেশি। আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এই জাতটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অধীন শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটের রাজার বাগানে এবং একই উপজেলার মনাকশার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীর বাগানে উৎকৃষ্ট আশ্বিনা জাতের আমসহ আরো অনেক জাতের চাষাবাদ হতো। এছাড়াও ভোলাহাট উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে আশ্বিনা আমের জাতটি দেখা যায়। আশ্বিনা উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে অন্যতম না হলেও জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমটি পাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৯ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভাল তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৮৯.০ ও ১১.০ ভাগ। দেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা যেতে পারে। এ জাতের গাছ ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১১ মিটার। একান্তরক্রমিক ফল দেয়। পাতা মধ্যম আকৃতির এবং বল্লম আকৃতির। পাতার বোঁটা লম্বায় ৫-৬ সে.মি., পত্রফলক লম্বায় ২৪-২৫ সে.মি. এবং চওড়ায় ৪-৫ সে.মি.; কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসুঁচালো। পুষ্পমঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্য ৩২ সে.মি., প্রস্থে ১৯ সে.মি., ফুল উভলিঙ্গ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম। এটি একটি মধ্যম মৌসুমী জাত। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে জুন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়।

ফল মাঝারি আকারের এবং ফলের আকৃতি ডিম্বাকার হতে গোলাকৃতির। ফলটি গড়ে লম্বায় ৯.৭ সে.মি., পাশে ৭.৩ সে.মি., উচ্চতায় ৫.২ সি.মি. এবং গড়ে ওজন ৩১৪.১ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস হলুদাভ, সুগন্ধী, সুস্বাদু, সুমিষ্ট ও আঁশবিহীন। গড় মিষ্টতা ২২-২৩%। ফলের খোসা পাতলা ও আঁটি ছোট। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.৯ সে.মি., পাশে ৩.৪ সে.মি., পুরুত্বে ২.১০ সে.মি. এবং গড় ওজনে ৩৮.৮ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৩.১ ভাগ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আমটি উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি মধ্যম মৌসুমী এবং খুবই জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং ফলের আকৃতি ডিম্বাকার হতে গোলাকৃতির। গবেষণায় দেখা গিয়েছে এ ফল গড়ে লম্বাই ৯.৭ সে.মি., পাশে ৭.৩ সে.মি., উচ্চতায় ৫.২ সি.মি. এবং গড়ে ওজন ৩১৪.১ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস আশঁবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ১৯.৭%। ফলের খোসা সামন্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.৯ সে.মি., পাশে ৩.৪ সে.মি., পুরুত্বে ২.১০ সে.মি. এবং গড় ওজনে ৩৮.৮ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৩.১ ভাগ। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুরু করে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভাল তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৬৯.০ ও ৩১.০ ভাগ। দেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা যেতে পারে। এ জাতের গাড় ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১১ মিটার। একান্তরক্রমিক ফল দেয়। পাতা মধ্যম আকারের এবং বল্লম আকৃতির। পাতার বোঁটা লম্বায় ২-৩ সে.মি., পত্রফলক লম্বায় ১৭-১৯ সে.মি. এবং চওড়ায় ৫-৬ সে.মি., কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসুঁচালো। পুষ্পমঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দের্ঘ্য ২৩.০ সে.মি., প্রস্থে ১৬.০ সে.মি., ফুল উভলিঙ্গ।

বগুড়ার দই

বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা কিংবা অঞ্চলে দই উৎপাদিত হলেও কিছু বিশেষত্বের কারণে 'বগুড়ার দই' এর খ্যাতি দেশজুড়ে। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিটি পর্যায়ে কারিগরদের (উৎপাদক) বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তারা যত্নবান হওয়ায় বগুড়ার দই স্বাদে-গুণে তুলনাহীন। প্রায় দেড়শ' বছর আগে বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ঘোষ পরিবারের হাত ধরে বগুড়ার দইয়ের উৎপাদন শুরু হয়। শেরপুরে দই তৈরির প্রবর্তক ঘোষপাড়ার নীলকণ্ঠ ঘোষ। পরবর্তী সময়ে বগুড়ার নওয়াব আলতাফ আলী চৌধুরীর (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর বাবা) পৃষ্ঠপোষকতায় শেরপুরের ঘোষ পাড়ার অন্যতম বাসিন্দা শ্রী গৌর গোপাল পাল বগুড়া শহরে দই উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে নওয়াব বাড়ি রোডে তার উত্তরসূরী দুই সন্তান শ্রী বিমল চন্দ্র পাল ও শ্রী স্বপন চন্দ্র পাল শ্রী গৌর গোপাল দধী ও মিষ্টান্ন ভান্ডার নামে সেই প্রাচিন দোকানটি চালু রেখেছেন।

দই উৎপাদনকারীগণ সাধারণত কাছে বা দূরের দুধওয়ালাদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন বাজার থেকে লোক দিয়ে দুধ সংগ্রহও করা হয়ে থাকে। সংগৃহীত দুধ প্রথমে কড়াইতে জ্বাল দেয়া হয়। দুধ জ্বাল হয়ে ঘন হয়ে ওঠে এবং পরিমাণে অর্ধেক হয়ে গেলে তখন তাতে চিনি মেশানো হয়। চিনি দেয়ার পর আবার জ্বাল দেয়া হয় এবং জ্বাল দেয়া দুধ (ঝাঁপি দিয়ে) ঢেকে রাখা হয়। ঢেকে রাখার ১/১.৫ ঘন্টা পর ঝাঁপি খুলে বিভিন্ন আকারের পাত্রে (যেমন ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি, ১.৫ কেজি বা ২ কেজি আকারের হাড়ি বা সড়া) দুধ ঢেলে দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং ১/১.৫ ঘন্টা পর পুনরায় পর্যবেক্ষণ করা হয়। ভরাট করা পাত্রের দুধের লেভেল নিচে নেমে গেলে পুনরায় দুধ ঢেলে তা পূরণ করে দেয়া হয়। এভাবে সারা রাত ধরে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় ও কয়েক দফায় পাত্রে দুধ ঢেলে পাত্রগুলো ভরাট করে দইয়ের বীজ সব পাত্রে প্রদান করা হয়। অতঃপর সব পাত্র ঢেকে দিয়ে ভোরবেলা ঢাকনা খুলে দেখতে হয় যে, আরও তাপ দেয়া প্রয়োজন আছে কিনা। তাপ দেয়া দরকার হলে প্রয়োজন মাফিক তাপ দিয়ে পাত্রগুলো ঝাঁপি দিয়ে আবার ঢেকে দেয়া হয়। পরবর্তী দুই ঘন্টার মধ্যে দুধ জমাট বেঁধে দইয়ে পরিণত হয় এবং প্রস্তুতকৃত দই খাওয়ার, পরিবেশনের বা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয়।

বর্তমানে বগুড়ার প্রায় ২০০ টি দই তৈরির কারখানায় শ্রমিক এবং কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৭০০০ জন। এ ছাড়া দই ব্যবসায় পরোক্ষভাবে যেমন দুধ উৎপাদন, মাটির সরা বা পাত্র তৈরি, জ্বালানী সরবরাহ, কার্টুন তেরি, বাঁশের ফ্রেম তৈরি ইত্যাদি কাজে আরও প্রায় ১০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধুমাত্র বগুড়াতেই দই বিপণনের জন্য পাঁচ শতাধিক দোকান আছে। প্রতিটি দোকানে এক কেজি ও দুই কেজির সরা এবং ডুঙ্গিতে করে দই বিক্রি হয়। প্রতি কেজি দই এর দাম ১৪০ থেকে ২০০ টাকা।

শেরপুরের তুলশীমালা ধান

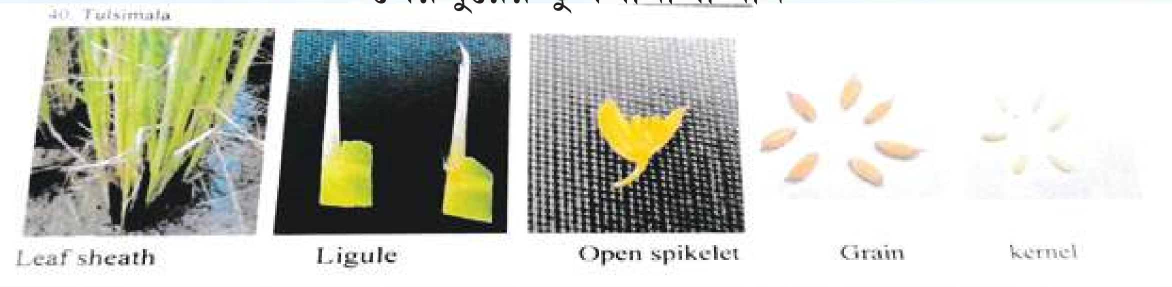

১। ধানের ধরণ: সুগন্ধি চিকন ধান
২। ধানের রং: কালচে ধূসর
৩। উচ্চতা: ১০০-১২০ সে.মি.
৪। জীবনকাল: ১৩০-১৪০ দিন
৫। উৎপাদন মৌসুম: খরিপ-২ (রোপা আমন মৌসুম)
৬। কুশির সংখ্যা: ৮-১০ টি
৭। শীষের দৈর্ঘ্য: ২২-২৪ সে. মি.
৮। শীষে দানার সংখ্যা: ১৪০-১৮০ টি
৯। ১০০০ দানার গড় ওজন: ১১ গ্রাম
১০। চালের বৈশিষ্ট্য: চাল সাদা, সুগন্ধী, চিকন ও খাটো
১১। ফলন: ২.৫-৩.০ মে.টন/হেক্টর

মৌসুম: রোপা আমন।

বীজ বপনের সময়: জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের ১ম সপ্তাহ (শ্রাবণ মাসের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহ)

বীজ হার: ৩৫ কেজি/হেক্টর

চারার বয়স: ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হয়।

জমি তৈরী: আড়াআড়ি ৩-৪ টি চাষ দিয়ে ভাল করে কাদা করে জমি তৈরী করতে হয়।

সার ব্যবস্থাপনা: হেক্টর প্রতি সারের পরিমান: (ক) ইউরিয়া ১৫০ কেজি (খ) ডিএপি: ৭৫ কেজি (গ) এমওপি: ৭৫ কেজি। ইউরিয়ার দুই তৃতীয়াংশ সহ ডিএপি ও এমওপি সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকী এক ভাগ ইউরিয়া সার কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপনের দুরত্ব: সারি-সারি ২০ সেঃমিঃ, চারা-চারা ১৫ সেঃমিঃ

সেচ ব্যবস্থাপনা: প্রয়োজন হলে সম্পূরক সেচ প্রদান করতে হয়।

বালাই ব্যবস্থাপনা: তুলশীমালা ধানে নেক ব্লাষ্ট রোগের আক্রমণ হয় বিধায় ধানের শীষ বের হওয়ার পর ৬ গ্রাম নেটিভো ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমি হারে ছিটাতে হয়।

পরিপক্কতার সময়: ডিসেম্বর ১ সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহে (অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি থেকে পৌষ মাসের শুরু) ধান পরিপক্ক হয়।

ফলন: হেক্টর প্রতি ২.৫০-৩.০০ টন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী

ফজলী উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি নাবী মৌসুমী এবং খুব জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল বড় আকারের এবং এবং অনেকটা লম্বা ও চ্যাপ্টাকৃতির। এ ফল গড়ে লম্বায় ১৩.৮ সে.মি., পাশে ৯.৫ সে.মি. পুরুত্বে ৭.৮ সে.মি. এবং গড় ওজন ৬৫৫ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের বর্ণ প্রায় সবুজ থেকে হালকা হলুদাভাব, শাঁসের রঙ হলুদ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, মধ্যম সুগন্ধযুক্ত, গড় মিষ্টতা (টিএসএস) ১৭.৫%, সুস্বাদু ও মিষ্টি। খোসা পাতলা, আঁটি লম্বা, চ্যাপ্টা ও পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ১২.২ সে.মি, পাশে ৫০১ সে.মি. পুরুত্বে ১.৪ সে.মি. এবং গড় অজন ৭৭ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় ভক্ষনযোগ্য অংশ ৭৬.৩% । জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে এটি পাকে এবং আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এটির প্রাপ্যতা থাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে। এ জাতের ফলন মধ্যম। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভয়লিংগ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৮৬.০ ও ১৪.০ ভাগ। এ জাতের গাছ ছড়ানো ও বৃহদাকার প্রকৃতির হয়ে থাকে। গাছের উচ্চতা প্রায় ১৫ থেকে ১৮ মিটার। নিয়মিত ফল দেয়। পাতা বড় ও বল্লম আকৃতির হয়। পাতার বোটা লম্বায় ৪-৭ সে.মি., পত্রফলক লম্বায় ২৯ সে.মি. এবং চওড়া ৮.১ সে.মি. ; কচিপাতার রঙ লালচে এবং পাতার প্রান্ত সূচালো। পুষ্পমঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি কনিকাল বা পিরামিডাল, সাইজ বড়। দৈর্ঘ্য ৩২ সে.মি., প্রস্থ ১৯ সে.মি., ফুল পুরুষ ও উভলিংগ দুই প্রকারেরি হয়।

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন): ১৩৯০৩-পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
			পরিচালন কার্যক্রম		
			সাধারণ কার্যক্রম		
১৩৯০৩০১			**পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর**		
	১৩৯০৩০১১২১৭২৮		**পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর**		
			আবর্তক ব্যয়		
		৩১	**কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation)**		
		৩১১১	**নগদ মজুরি ও বেতন**		
		৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	১,৬৫,০০	১,৬০,০০
		৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১,৪০,০০	১,৬০,০০
		৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	৫০	৫০
		৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১,৫০	২,০০
		৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩,২০	৩,২০
		৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১,৫০,০০	১,৫০,০০
		৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৬,২০	১৬,২০
		৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৭৫	৭৫
		৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	৩,০০	২,৩০
		৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১,০০	১,৫০
		৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১৫	২০
		৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬০,০০	৬০,০০
		৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৩,৩০	৬,০০
		৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৫,৫০	৫,৫০
		৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	১২	১৫
		৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১০	২০
		৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৬,৫০	৬,৫০
		৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	০	২০
			উপমোট - নগদ মজুরি ও বেতন:	**৫,৫৬,৮২**	**৫,৭৫,২০**
			উপমোট - কর্মচারীদের প্রতিদান (Compensation):	**৫,৫৬,৮২**	**৫,৭৫,২০**
		৩২	**পণ্য ও সেবার ব্যবহার**		
		৩২১১	**প্রশাসনিক ব্যয়**		
		৩২১১১০১	পুরস্কার	১,৫০	১,৩০
		৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১,৫০	১,৬০
		৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১,৬৫	৩,৩০
		৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	২,০০	২,২০
		* ৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১৮,০০	১৮,০০
		৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৩,৬০	৩,৮০
		* ৩২১১১১৯	ডাক	১,৮০	১,০০
		* ৩২১১১২০	টেলিফোন	১,৬০	১,৬০
		৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৭,৫৮	৮,৫০
		৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	১,২০	১,২০
		৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৮০	৫০
		** ৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	২০,০০	১৬,০০
		** ৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৮০	৮০
		** ৩২১১১৩৫	নিয়োগ পরীক্ষা	১৬,০০	১৬,০০
			উপমোট - প্রশাসনিক ব্যয়:	**৭৮,০৩**	**৭৫,৮০**

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন): ১৩৯০৩-পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
		৩২৩১	**প্রশিক্ষণ**		
		৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১০,০০	২০,০০
			উপমোট - প্রশিক্ষণ:	**১০,০০**	**২০,০০**
		৩২৪৩	**পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট**		
		৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১,৭২	২,১৫
		৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৬,৮০	৮,৫০
			উপমোট - পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট:	**৮,৫২**	**১০,৬৫**
		৩২৪৪	**ভ্রমণ ও বদলি**		
		৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১০,০০	৩০,৩৫
			উপমোট - ভ্রমণ ও বদলি:	**১০,০০**	**৩০,৩৫**
		৩২৫৫	**মুদ্রণ ও মনিহারি**		
		৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৮,০০	৬,৮৫
		৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	২,৯৫	১,১০
		৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	১৫	০
		৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৫,০০	১০,০০
			উপমোট - মুদ্রণ ও মনিহারি:	**১৬,১০**	**১৭,৯৫**
		৩২৫৬	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী**		
		৩২৫৬১০৬	পোশাক	৫০	৬০
			উপমোট - সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী:	**৫০**	**৬০**
		৩২৫৭	**পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়**		
		** ৩২৫৭১০৩	গবেষণা	০	৯,৬৫
		৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	২,০০	৩,০০
		৩২৫৭২০৬	সম্মানী	৩,৮০	৪,৮০
		* ৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	১০,০০	১৪,০০
			উপমোট - পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়:	**১৫,৮০**	**৩১,৪৫**
		৩২৫৮	**মেরামত ও সংরক্ষণ**		
		৩২৫৮১০১	মোটরযান	২,২৫	২,২৫
		৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	৩,০০	৩,০০
		৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৩,২৫	৩,২৫
		৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	০	০
		৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,৫০	২,৫০
		* ৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১৬,০০	১৪,০০
			উপমোট - মেরামত ও সংরক্ষণ:	**২৭,০০**	**২৫,০০**
			উপমোট - পণ্য ও সেবার ব্যবহার:	**১,৬৫,৯৫**	**২,১১,৮০**
		৩৮	**অন্যান্য ব্যয়**		
		৩৮২১	**আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়**		
		* ৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	২০	৩,০০
			উপমোট - আবর্তক স্থানান্তর যা অন্যত্র শ্রেণিবদ্ধ নয়:	**২০**	**৩,০০**
			উপমোট - অন্যান্য ব্যয়:	**২০**	**৩,০০**
			উপমোট - আবর্তক ব্যয়:	**৭,২২,৯৭**	**৭,৯০,০০**
			মূলধন ব্যয়		
		৪১	**অআর্থিক সম্পদ**		
		৪১১২	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**		
		** ৪১১২১০১	মোটরযান	০	০
		৪১১২১০২	জলযান	০	০
		৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	০	১৫,০০
		৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	০	০

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন): ১৩৯০৩-পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
		৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	৫০	১,২০	১,২০
		৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১,৫০	৫	০
		৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১০,০০	৩,৫০	১৬,০০
		৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২,০০	৪০	২,২০
			উপমোট - যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি:	**৭৭,৫০**	**৫,১৫**	**৩৪,৪০**

মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবিসমূহ (পরিচালন): ১৩৯০৩-পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

প্রাতিষ্ঠানিক গ্রুপ/কোড	অপারেশন কোড	অর্থনৈতিক গ্রুপ/কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	বাজেট ২০২২-২৩
		৪১১৩	**অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ**			
		** ৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	৭,০০	১০,০০	২৯,৬০
			উপমোট - অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ:	**৭,০০**	**১০,০০**	**২৯,৬০**
			উপমোট - অআর্থিক সম্পদ:	**৮৪,৫০**	**১৫,১৫**	**৬৪,০০**
			উপমোট - মূলধন ব্যয়:	**৮৪,৫০**	**১৫,১৫**	**৬৪,০০**
			মোট - পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	**৮,৯৭,০০**	**৭,৩৮,১২**	**৮,৫৪,০০**
			মোট - পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	**৮,৯৭,০০**	**৭,৩৮,১২**	**৮,৫৪,০০**
			মোট - সাধারণ কার্যক্রম:	**৮,৯৭,০০**	**৭,৩৮,১২**	**৮,৫৪,০০**
			মোট - পরিচালন কার্যক্রম:	**৮,৯৭,০০**	**৭,৩৮,১২**	**৮,৫৪,০০**
			মোট - পেটেন্ট-ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর:	**৮,৯৭,০০**	**৭,৩৮,১২**	**৮,৫৪,০০**

ফটোগ্যালারি

জনাব মোঃ মুনিম হাসান
মহাপরিচালক

জনাব আলেয়া খাতুন
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান
পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার
সিস্টেমস্ এনালিস্ট ও ইনোভেশন অফিসার

জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
উপপরিচালক (পেটেন্ট)

মির্জা গোলাম সারোয়ার
উপপরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব আনজুমান আরা আক্তার খানম
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মুহাম্মদ ফেরদৌস হাসান
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব সাইদুজ্জামান
উপপরিচালক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন)

জনাব কৌশিক উদ্দিন
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

জনাব আমিন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপপরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব বিপুল বণিক
প্রোগ্রামার

জনাব মোঃ বেলাল হোসেন
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব অজয় কুমার রায়
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মিথুন কুমার দাস
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব মোঃ মজনু ভূইয়া
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব নীহার রঞ্জন বর্মন
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব মুহাম্মদ রকিবুল হাসান
সহকারী পরিচালক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন)

জনাব মোঃ রাশেদুল হাছান জীবন
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব মোঃ বায়েজীদ মামুন
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জনাব শামীমা নাসরিন
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব রাবেয়া আক্তার
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব হযরত আলী
সহকারী পরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব ফয়েজ মাহবুব চৌধুরী
সহকারী পরিচালক (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন)

জনাব সুমিত চন্দ্র সরকার
সহকারী পরিচালক (পেটেন্ট)

জাপান পেটেন্ট অফিস (JPO) এর সাথে DPDT এর MOC চুক্তি স্বাক্ষর

KIPA এর সাথে ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য “রংপুর শতরঞ্জি” র লোগো উন্মোচন অনুষ্ঠান

ডিপিডিটি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক জনাব মোঃ মুনিম হাসান- এর যোগদান উপলক্ষ্যে ফুলেল স্বাগত

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব জাকিয়া সুলতানাকে ডিপিডিটি'র মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ডিপিডিটির স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহনে সভা

চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব শীর্ষক কর্মশালা

ডিপিডিটি কর্তৃক আয়োজিত “Branding for Black Tiger Shrimp in Bangladesh” শীর্ষক কর্মশালা

ডিপিডিটি কর্তৃক আয়োজিত “Branding for Black Tiger Shrimp in Bangladesh” শীর্ষক কর্মশালা

ডিপিডিটি কর্তৃক আয়োজিত “Role of Geographical Indication of Goods on Eco Tourism and Rural Development” শীর্ষক কর্মশালা

JPO এর সাথে DPDT এর MOU স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভা

Korean Intellectual Property Office (KIPO) প্রতিনিধিদের সাথে সভাউত্তর আলোকচিত্র গ্রহণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

জনাব মোঃ মেহেদী হাসান
উপপরিচালক (ট্রেডমার্কস)

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান
সহকারী পরীক্ষক (ট্রেডমার্কস)

জনাব সমারেন সরকার
এম.এল.এস.এস.